Photo Journalism & Videography
(UGC Sponsored Career Oriented Certificate Course)
Conducted by
Department of Journalism & Mass Communication
of
VIVEKANANDA COLLEGE
269, Diamond Harbour Road, Thakurpukur, Kolkata- 700 063
Website : vivekananda-college.org

সংবাদ
প্রতিধ্বনি
by the Department of Journalism & Mass Communication, Vivekananda College., 033-24976021/6085

volume 7,Issue 2 Dec. 14,2012 www.jomacomm.co.nr

দূষণের অগ্রগতিতে ধূসরময় পৃথিবী

দীপাঞ্জন মন্ডল

চাকার হাত ধরে পৃথিবীত এসেছে সভ্যতা,এনেছে উন্নতি।বদলে দিয়েছে পৃথিবীর রুপ,উন্নত থেকে উন্নততম হয়ে উঠেছে আজকের বিশ্ব।বড় বড় ইমারৎ গড়ে উঠেছে, যার জন্য পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ। ফল স্বরুপ সমাজ ও সভ্যতা অগ্রসর হচ্ছে ধ্বংসের দিকে। যাকে এক কথায় বলা যায় পরিবেশ দূষণ এবং বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় ইনভাইরনমন্টাল পলিউশন । এর ফল ভুগতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।

দূষনের এই প্রভাব গোটা বিশ্বের সম্পদের উপর পড়েছে।জল দূষনের প্রভাবে পৃথিবীতে প্রায় ১৪০০০ মানুষ প্রতিদিন মারা যায়।

দূষনর ক্ষেত্রে যে সমস্ত দেশে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে সেগুলি চীন,জাপান, আমেরিকা,রাশিয়া এবং মেক্সিকো।এই ৫টি দেশে বায়ুদূষণ দেখা যায় সর্বাধিক।এমনকি সমস্ত পৃথিবীতে ৪৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন দূষণ সৃষ্টিকারি বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন করে আমেরিকা।চীন এ এই বায়ুদূষণের ফলে ৬৫৬০০০

লোক প্রতি বছর অকালেই মারা যায়।ভারতে বায়ুদূষণর ফলে ৫২৭৭০০ মানুষ প্রাণ হারায়।

এই সমস্ত দূষণের মূল কারন হল বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন।২০০৭ এর ইন্টার গভার্নমন্টাল প্যানেল ওন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২৫০০ জন বিজ্ঞানী ,অর্থনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবীর মতে,১৯৫০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়নের প্রাথমিক কারন হল 'মানুষ'।কারন তারা যেভাব নির্বিচারে গাছ কেটে পুকুর,নদী বুজিয়ে বড় বড় ইমারৎ গড়ে তুলছে তার ফলে গলতে শুরু করেছে মেরু প্রদেশের বরফ।বাতাসে বেড়েছে কার্বনডাই অক্সাইড,কার্বনমনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি বিশাক্ত গ্যাস এবং কমেছে মানষের বাঁচার প্রধান উপাদান অক্সিজেনের মাত্রা।তবুও সবকিছু জেনে মানুষ নির্বাক। ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করলেও সেই বিশেষত্ব এই একদিনেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে।

তাই বলা যায় এই রকম অবস্থা যদি চলতেই থাকে তাহলে পৃথিবীর ধ্বংস একদিন অবসম্ভাবি।তাই এর থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রধান উপায় ...

গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও ।।

আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা আলোচনাচক্রে বক্তৃতা রাখছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মিস লরা উঙ্গার

অধ্যক্ষের হাত ধরে প্রকাশিত হল বিভাগীয় ল্যাব জার্নাল'রিভার্ব

বেহালা বইমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা: ৭ই ডিসেম্বর বেহালার বড়িশা হাইস্কুলের মাঠে উদ্বোধন হল পঞ্চদশ বেহালা বইমেলা।এই বইমেলার মূল অতিথি ছিলেন স্বামী চিদরুপানন্দজী মহারাজ।পঞ্চদশ এই বইমেলার মূল ভাবনা হল স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধজন্মশতবর্ষ পালন।বেহালা জনপদের গর্ব এই মেলা চলবে ৭-১৬ ডিসেম্বর।এবারের মূল আকর্ষন হল কিছু বিখ্যাত সাহিত্যিকদের নামে নামাঙ্কিত তিনটি মঞ্চ প্রতিস্থাপন করা।মূল মঞ্চটি নিবেদন করা হয়েছ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এর নামে।উপমঞ্চটি নিবেদন করা হয়েছে জন্ম শতবর্ষের কবি দিনেশ দাস এবং রস সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ এর নামে।অপর একটি মঞ্চ দেহলি নিবেদন করা হয়েছ সার্ধশত বর্ষের উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নামে।এই তিনটি মঞ্চ প্রতিদিন নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ স্মরনে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।এছাড়া এবারে একই সঙ্গে পালন করা হবে বিদ্যালয় দিবস।

নৃত্যের উৎপত্তি ও প্রজন্মের ইতিহাস

অর্পিতা সর্দার

সংস্কৃতির পীঠস্থান এই মহান ভারত ''সুর-তাল-ছন্দ'' জীবনের প্রতিটি অঙ্গে জড়িত।ইতিহাসের পাতা থেকে বর্তমান স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, সর্বত্রই রয়ে গেছে নৃত্যকলার নানা নিদর্শন।খাজুরাহ থেকে কোনারক, সাচী থেকে অজন্তা-ইলোরা সর্বত্র পাথর খোদাই করা নৃত্যকলা ভারতের প্রকৃত পরিচয় বহন করে।

কিন্তু এই নৃত্যের উৎপত্তি কবে বা কীভাবে সৃষ্টি হয়, তা নির্দিষ্ট ভাবে বলা খুব মুশকিল, তবে বলা যেতে পারে নৃত্যের উৎপত্তি আদিম মানুষের বুদ্ধি বিকাশের জন্মলগ্নে বা তার চেতনা,অনুভুতি,আবেগ উন্মেষের প্রথম ধাপে।এই প্রকৃতির বিচিত্রলীলা যখন তার হৃদয়ে ঢেউ জাগাল,ভাষাহীন মানুষ তার আবেগের জোয়ারের মুক্তি ঘটাল দেহর ভাষায় তখনই জন্ম হল নৃত্যের।তারপর থেকেই বিশ্ব চরাচরের সমস্ত ছন্দ লীলায়িত হয়ে উঠল দেহের সীমায়।নিয়ম ছাড়া এই সৃষ্টি যেহেতু অচল, সেহেতু সৃষ্টিকে নিয়মে আবদ্ধ করার জন্য তৈরী হল নৃত্যের ব্যাকরণ।কারণ সৃষ্টির পরই ক্ষেত্র বিশেষের ভিন্ন বৈচিত্রকে তুলে ধরার জন্য আর্বিভাব হয় নৃত্যের প্রজন্ম।এই প্রজন্মের মধ্যেই রয়েছে ভারতবর্ষের কয়েকটি উচ্চাঙ্গ নৃত্য।যথা--ভারতনাট্যম, কথক, কথাকলি, কুচিপুড়ি, ওড়িষী, মনীপুরী।

ভারতনাট্যম ঃ এই নৃত্য আর্বিভূত হয় দক্ষিণ-ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের তাঞ্জোর অঞ্চলে।ভারতের নাট্যশাস্ত্রকে সমপূর্ণ রুপে মেনে চলে বলেই এই নৃত্যের নাম ভারতনাট্যম।অনেকের মতে, ভাব-রাগ-তালের পূর্ন বিকাশ ঘটেছে বলেই এর এরুপ নাম।ভারতনাট্যমের আর এক প্রাচীন নাম সাদীর নৃত্য।

কথক ঃ কথক নৃত্যের উৎপত্তি উত্তর-ভারতের লক্ষনৌ ও বেনারসে।মধ্যযুগীয় হিন্দু ও মুসলীম সংস্কৃতির মিলনে বর্তমান ধারার কথক নৃত্যের উদ্ভব হয়।অনেকে মনে করেন কথক সম্প্রদায়ের নামানুসারে এই নৃত্যের নামকরণ।

উত্তর ভারতে দেবদাসী প্রথার বিলোপ সাধণ হলে হুমায়ুনের রাজত্বকালে পারস্য দেশীয় নর্তকীগণ ভারতে আসে নর্তকীরুপে এবং দুই দেশের শিল্পরীতির মিশ্রনে আর্বিভূত হয় এই কথক নৃত্যের।

কথাকলি ঃ কথাকলি নাচ যার আর্বিভাব ঘটে দক্ষিণ-ভারতের কেরালায়।এখানকার শাস্ত্রীয় নৃত্য কথাকলির মূল উৎস প্রচীন ধর্মীয় নাট্যকলা।তবে আধুনিক কথাকলির বীজ লুকিয়ে ছিল 'কুডিয়াট্টমে'।এই নৃত্যে অভিনয়ের বিশেষ প্রধান্য রয়েছে।

কুচিপুড়ী ঃ দক্ষিণ-ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে কুচিপুড়ী নৃত্যের উদ্ভব।কৃষ্ণা নদীর তীরে কুচলপুরম গ্রাম থেকে উৎপত্তি বলেই এর এরুপ নাম।মধ্যযুগের প্রথম দিকে অন্ধ্রের অধিপতি ছিলেন শৈব নৃপতিগণ এবং তখন নৃত্যনাট্যগুলির কাহিনী ছিল শিবলীলা কেন্দ্রিক।পরে বিষ্ণুলীলার ছটা দেখা গিয়েছিল।

ওডিষী ঃ নামের সাথেই জড়িয়ে রয়েছে পূর্ব-ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের নাম।ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যগুলির ভিতর ওডিষী একটি বিশিষ্ট নৃত্যধারা।ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই এই নৃত্যের প্রচলন।

বৈচিত্রময় সমুদ্রতলদেশ

অর্পিতা সর্দার

সমুদ্র নামটি শুনলেই মনের মধ্যে জেগে ওঠে এক শিহরণ।কিন্তু এই শিহরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অজানা বৈচিত্র।জানা গেছে প্রাণী বৈচিত্র পৃথিবীর ভূ-ত্বক ছাড়িয়ে সমুদ্রতলদেশে বাসা বেঁধেছে।সম্প্রতি সমুদ্রতলদেশের প্রাণী সুমারি সাময়িক ভাবে শেষ হয়েছে।আর তা থেকেই উঠে আসছে অজানা রকমারী তথ্য।পূর্ব সারা বিশ্ব জানত, সমুদ্রতল শুধু গভীর খাত,পর্বত,মহীঢাল,গিয়ট প্রভৃতিতে ভরা।যেমন-প্রশান্ত মহাসাগরের তলে রয়েছে ম্যারিয়ানা খাত, চিলি শৈলশিরা; আটলান্টিকর অতলে পর্টারিকা খাত, টলিগ্রাফ মালভূমি ও ভারত মহাসাগরের তলের সুন্ডা খাত প্রভৃতি। কিন্তু পাহাড়,শৈলশিরা,খাত,মালভূমির বৈচিত্রময় অবস্থান প্রাণীও আজ অংশ নিয়েছে।বিজ্ঞানীদর মত সমুদ্রর যত গভীর যাওয়া যাব ততই বৈচিত্র বাড়তে থাকব।সাগরতলে রয়েছে রকমারি জেলিফিশ,টিউবওয়ার্ম সহ নানান অজানা প্রাণী যারা তৈলাক্ত পদার্থ খেয়ে বেশ বহাল তবেয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।পাঁচ কি.মি. সমুদ্র গভীর প্রায় ১৭হাজার ৬৫০টি প্রজাতির প্রাণী পাওয়া গেছে।এগুলির মধ্য রয়েছে কাঁকড়া, স্টারফিশ,কারাল তার সঙ্গে নীল তিমি ও হাঙর তা আছেই।আমেরিকার লুইজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির রর্বাট কারনির বলেছেন--সমুদ্র অতলের প্রাণীর বৈচিত্র আমাদের বিশ্বাসের বাইরে।

প্রায় ২০০ মিটার গভীর পর্যন্ত সূর্যের আলো - পৌছাতে পারে।এই আলোহীন সমুদ্রতল আলাকিত করেছে রকমারি জলজ প্রাণীরা,যারা মূলত বেঁচে আছে ব্যক্টেরিয়া খেয়ে।চিরঅন্ধকার সাগরতল আলোকজ্জ্বল নানা রঙের জেলিফিশ - যেমন আছে,তেমনি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আঠালো প্রজাতির প্রাণী যার বেশির ভাগটাই অড়ানা।রয়েছে কানকো সমৃদ্ধ অক্টাপিড ও কান মেলে ভেসে থাকা প্রাণী ডামবু।এদের দেখতে বেশ সুন্দর ও আকর্ষনীয়।লম্বায় এরা ২ফুট।বড় প্রাণীদের মধ্যে ডামবু সাগরতলের উল্লেখযোগ্য।এছাড়া বাকি প্রাণীদের সঙ্গে রয়েছে নানা ধরনের হাঙর ও সিফনফর জেলিফিশ।এই - জেলিফিশগুলি নীল তিমির চেয়েও বড়।
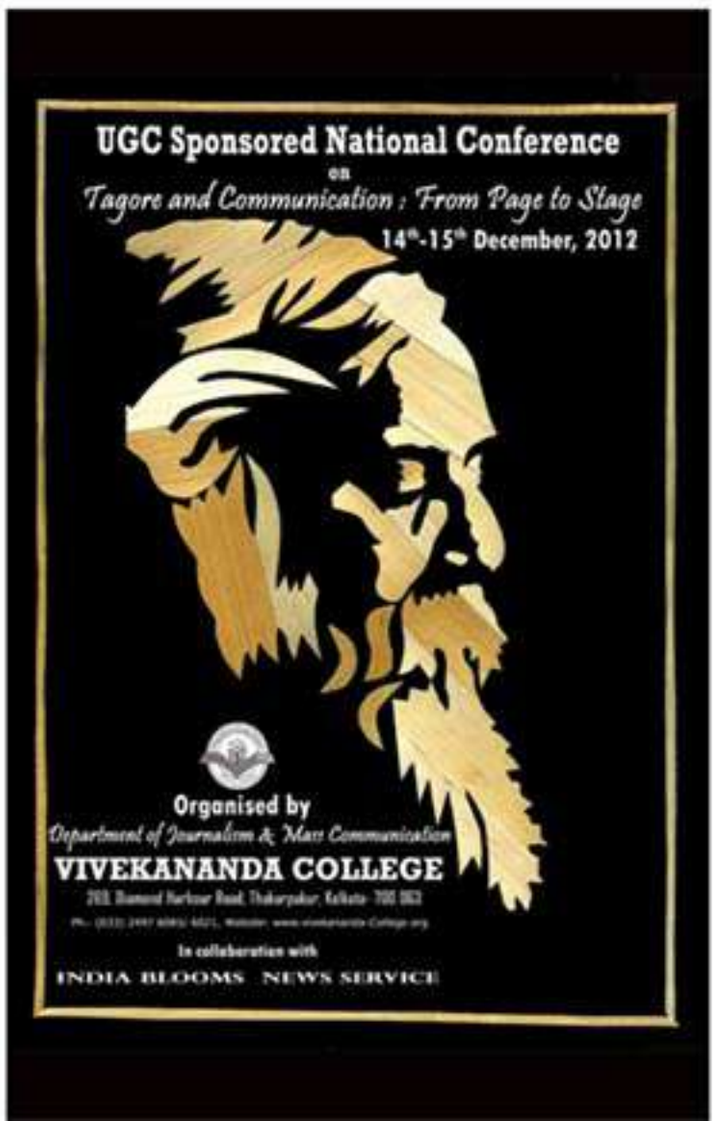
এই সুমারির পিছনে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে আমেরিকার স্মিথসানিয়ান ইনস্টিটিউশন ও এই সংস্থার মুখ্য বিজ্ঞানী মাইক ভসিওন।বিশ্বর ২২টি দশর বিজ্ঞানীদর যৌথ উদ্দ্যোগে এই আন্তর্জাতিক প্রকল্পর কাজ চলছে জোর কদমে।আগামী ২০১৩ সালে এই সুমারির কাজ সম্পূর্ন রুপে শেষ হবে বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীগণ।